# ইএসডিও বার্তা

বর্ষ ৩য়
সংখ্যা ৫
মে ২০১৯

ইএসডিও'র নিয়মিত মুখপত্র


# ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য ও সম্প্রীতির সুতোয় মিলনমেলা হয়ে উঠেছিলো ইএসডিও'র ইফতার মাহফিল

'ত্যাগের মহিমা প্রজ্বলিত হোক অন্তরে' এই আহ্বানে গত ১৫ মে মাহে রমজান উপলক্ষে ইএসডিও'র প্রধান কার্যালয় হয়ে উঠেছিলো ঠাকুরগাঁও জেলার মানুষের মহাসম্মিলন। ইএসডিও'র আয়োজনে ইফতার মাহফিলে অংশ নিয়েছিলো ঠাকুরগাঁও জেলার হাজারো কীর্তিমান মানুষ। সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সহমর্মিতা আর সম্প্রীতির যেন এক মেলবন্ধন হয়ে উঠেছিলো ইএসডিও'র সবুজ চত্বর। সম্প্রীতির এক সুদৃঢ় সুতোয় সবাই যেন মিলেমিশে একাকার। সারিবদ্ধ সুবিন্যস্ত আসন বিন্যাস, দো'য়া পরিচালনাকারী আলেমদের জন্য সাজানো মঞ্চ, পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে বর্ণিল বাতির আলোকছটা, জগৎ বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিকদের ছবি ও জীবনী নিয়ে বানানো ফেস্টুন, সারা বিশ্বের বিখ্যাত মসজিদ এর আলোকচিত্র, রঙ-বেরঙয়ের পতাকা ইফতার মাহফিলের আয়োজন যেন ঈদ আগমনের পূর্বাভাস। বিকেল হতে সন্ধ্যা সমাগত। ইফতার এর নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ইএসডিও'র সজ্জিত মাঠ পরিপূর্ণ আমন্ত্রিত অতিথিদের সরব অংশগ্রহণে। ইফতার পূর্ব আলোচনায় অংশ নিয়ে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বলেন, ইএসডিও প্রতিবছর মাহে রমজানকে স্মরণ করে ইফতার মাহফিল আয়োজন করে থাকে। তিনি ইফতার মাহফিলে অংশ নেয়া মাননীয় সংসদ সদস্য, বিজ্ঞ সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ, জেলা প্রশাসক সহ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দ, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সহ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ, বিজিবি অধিনায়ক সহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, বিভিন্ন মসজিদের ঈমাম, হাজীগণ, ইকো কলেজের শিক্ষকবৃন্দ সহ ইএসডিও'র উন্নয়নকর্মীবৃন্দ সকলকে ধন্যবাদ জানান। এরপরে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহ এবং ইএসডিও'র শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ঈমাম মাওলানা খলিলুর রহমান। ইএসডিও'র ইফতার মাহফিলে অংশ নিয়ে যাঁরা প্রতিষ্ঠানের সম্মান ও সুনাম বৃদ্ধি করেছেন তাঁদের মধ্য হতে সুযোগের সীমাবদ্ধতার জন্যে উল্লেখযোগ্যদের নাম প্রকাশ করছি। ইফতার মাহফিলে অংশ নেয়া মান্যবর ব্যক্তিবর্গ যথাক্রমে- রমেশ চন্দ্র সেন, মাননীয় সংসদ সদস্য, ঠাকুরগাঁও-১; মোঃ হাসানুজ্জামান, বিজ্ঞ সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ, ঠাকুরগাঁও; ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম, জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও; মোঃ গোলাম ফারুক, বিজ্ঞ বিচারক, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল, ঠাকুরগাঁও; মোঃ মনিরুজ্জামান, পিপিএম, পুলিশ সুপার, ঠাকুরগাঁও; অধ্যক্ষ মোঃ খলিলুর রহমান, চেয়ারম্যান, ইএসডিও; সেলিমা আখতার, পরিচালক (প্রশাসন) ও অধ্যক্ষ, ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ; লেঃ কঃ এস এন এম সামিউন নবী চৌধুরী, অধিনায়ক, ৫০ বিজিবি, ঠাকুরগাঁও; নূর কুতুবুল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঠাকুরগাঁও; শীলাব্রত কর্মকার, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঠাকুরগাঁও; আল আসাদ মাঃ মাহফুজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ঠাকুরগাঁও; আশিকুর রহমান, অফিসার ইনচার্জ, সদর থানা, ডা. শাহজাহান নেওয়াজ, সিনিয়র কনসালটেন্ট, সদর হাসপাতাল, ঠাকুরগাঁও; ডা. এনামুল হক, অর্থপেডিক, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ; মোঃ ইয়াছিন আলি, সাবেক সংসদ সদস্য, ঠাকুরগাঁও-৩; ইমদাদুল হক, সাবেক সংসদ সদস্য, ঠাকুরগাঁও-৩; মাহবুবুর রহমান খোকন, সহ-সভাপতি, ঠাকুরগাঁও জেলা আওয়ামীলীগ; অরুনাংশু দত্ত টিটো, চেয়ারম্যান, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা পরিষদ; মোঃ আলী আসলাম জুয়েল, চেয়ারম্যান, বালিয়াডাঙ্গি উপজেলা পরিষদ; মোঃ আখতারুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, পীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ; মোঃ শাহরিয়ার আযম মুন্না, চেয়ারম্যান, রাণীশংকৈল উপজেলা পরিষদ; মোঃ জিয়াউল হাসান মুকল, চেয়ারম্যান, হরিপুর উপজেলা পরিষদ; এ্যাড মোস্তাক আলম টুলু, সাধারণ সম্পাদক, জেলা আইনজীবী সমিতি; মোঃ মনসুর আলি, সভাপতি, প্রেসক্লাব, ঠাকুরগাঁও; লুৎফর রহমান মিঠু, সাধারণ সম্পাদক, প্রেস ক্লাব; শামীম ফেরদৌস টগর, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, হরিপুর উপজেলা সহ ডিডি, বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন প্রকল্প; বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, হাজী সংগঠনের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন ব্যাংক এর ম্যানেজারগণ ও বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ।

## আমাদের কথা

ঠাকুরগাঁও জেলার কয়েকজন উদ্যমী যুবকের একতাবদ্ধ প্রয়াসে ১৯৮৮ সালে গড়ে ওঠে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)। প্রতিষ্ঠাকাল হতেই শান্তি, সমৃদ্ধময় সমাজ গঠনে কাজ করে যাচ্ছে ইএসডিও। আমরা আজ একথা ভেবে আপ্লুত বোধ করি যে, আমাদের এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানটি এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠার ৩১ বছর পূর্ণ করেছে। প্রতিবছর বেড়েই চলেছে এর কর্ম-পরিসর। শুধু অফিস সংখ্যা, কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধিই এর একমাত্র নিয়ামক নয়। ৮০ লক্ষ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছতে পারার অনুভব এবং তাঁদের অকৃত্রিম ভালবাসাই ইএসডিও'র ক্রম সমৃদ্ধির উৎস। আজ হতে ৩১ বছর পূর্বে ইএসডিও'র স্বপ্ন ছিল একটি ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সেই স্বপ্নকে ধারণ করেই ইএসডিও আজও তার যাত্রাপথে অবিচল। পরিবর্তনশীল মানুষের প্রচেষ্টায় দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে- তেমনি নতুন নতুন উদ্যোগ, ধারণা নিয়ে এগিয়ে চলেছে ইএসডিও। ইএসডিও আগামীতে দেশ হতে দেশের বাইরে তার কর্ম-পরিধির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ুক- সমতা ভিত্তিক, বিকশিত সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে। আসুন এ বিশ্বাসে আমরা নিবেদিত ও সংকল্পে অটল হই। গত সংখ্যাটিতে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সচিত্র মূল্যায়নসহ ইএসডিও'র কর্মযজ্ঞের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এবারের সংখ্যাটির প্রকাশকাল রমজান মাস আমাদের মাঝে বিরাজমান। এমাসে জীবনের সর্বস্তরে পরিমিতবোধ, ধৈর্য্য ও সংযম প্রদর্শনের মাধ্যমে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত থেকে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ম সংখ্যা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। সকল ত্রুটির মার্জনা চেয়ে আরও সমৃদ্ধ, পরিশীলিত আমাদের প্রিয় ইএসডিও বার্তার আগামী সংখ্যা প্রকাশের অপেক্ষায়---- ।

*সম্পাদক মন্ডলী*

# ঢাকায় ইএসডিও'র ইফতার মাহফিল

ঢাকায় ধানমন্ডির সান্তর রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হলো ইএসডিও'র ইফতার মাহফিল। গত ২৮ মে ইফতার মাহফিল উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শওকত হোসেন, বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট; মোঃ আব্দুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও সাবেক মূখ্য সচিব; মোঃ শহিদুজ্জামান, সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; সারোয়ার মাহমুদ, মহাপরিচালক, দূর্নীতি দমন কমিশন; বাবলু কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; সাইদুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব; ড. হেলাল উদ্দীন (অতিরিক্ত সচিব), পরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো; শাহাদাৎ হোসেন (যুগ্ম সচিব),পরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো; গোকূল কৃষ্ণ ঘোষ (যুগ্ম সচিব), পরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো; মূকেশ চন্দ্র বিশ্বাস (যুগ্ম সচিব), পরিচালক প্রশাসন ও অর্থ, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ; মাহবুবুল ইসলাম (যুগ্ম সচিব), কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

ইফতার মাহফিলের পূর্বে স্বাগত বক্তব্য দেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। মাহফিলে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

## ইকো পাঠশালা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন এর হামদ-নাত, কেরাত,কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

ইকো পাঠশালা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন এর আয়োজনে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে গত ১২ মে অনুষ্ঠিত হয় হামদ-নাত, কেরাত, কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং ১৩ মে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী ও ইফতার মাহফিল। এ উপলক্ষে ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার, উপাধ্যক্ষ জহুরাতুন নেছা, দৈনিক লোকায়নের সম্পাদক মোঃ সাকেরুল্লাহ, ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজের শিক্ষকবৃন্দ সহ স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন এর সকল সদস্য। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন এর সভাপতি শাশ্বত জামান। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার আলোচনায় অংশ নিয়ে স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন এর সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে সমাজ সেবার এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান তাঁর বক্তব্যে বলেন, ইকো পাঠশালা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন যে বৃক্ষ বপন করেছিলো আজ আমরা তার ফল ভোগ করতে শুরু করেছি। কোন সন্দেহ নেই এই ছাত্র-ছাত্রীরাই আগামীতে দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে উন্নত জাতি গঠনে ভূমিকা রাখবে। এর পরে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ও অধ্যক্ষ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সব শেষে দেশ, জাতি ও প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল কামনায় দো'য়া করা হয়।

## ইকো ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (ইআইটি)'র আয়োজনে প্রাইভেট সেক্টরের চাকুরীদাতাদের সাথে মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল

গত ২৫ মে ইএসডিও প্রধান কার্যালয়ের মেধা অনুশীলন কেন্দ্রে ইকো ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (ইআইটি)'র আয়োজনে স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি) প্রকল্পের আওতায়

*বাকী অংশ ১১ পৃষ্ঠায়*

## ইএসডিও সিড্স প্রকল্পে মাঠ কর্মীদের পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনার (এফডিপি)'র উপর ২ দিনের প্রশিক্ষণ

ইএসডিও সিড্স প্রকল্পে মাঠ কর্মীদের পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনার (এফডিপি)'র উপর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৫-৬ মে ২০১৯ পর্যন্ত দুইদিন ব্যাপী ইএসডিও-সিড্স প্রকল্পের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের প্রথম দিনে ইএসডিও সিড্স প্রকল্পের ফোকাল পার্সন সন্তোষ কুমার তিগ্যা উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এর পরেই পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনার (এফডিপি) বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়। পর্যায়গুলো ইতোপূর্বে স্ট্রমী ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রশিক্ষিত প্রকল্পের ব্যবস্থাপক, প্রকল্প অফিসার (ইকোনোমিক ইনক্লুশন), উপজেলা কো-অর্ডিনেটর এর সমন্বয়ে মাঠ কর্মীদের বাস্তব পন্থায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ শেষে সকল মাঠ সহায়ক প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে নিজেদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটবে বলে মত প্রকাশ করেন এবং উক্ত প্রশিক্ষণের শিখন সমূহ ইএসডিও-সিডস্ প্রজেক্টের উপকারভোগীদের নিয়ে একটি সুন্দর পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন বলে বিশ্বাস করেন।

## ইএসডিও'র আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য উপজেলা পর্যায়ে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য গত ০৬ মে ২০১৯ উপজেলা পরিষদ হলরুমে উপজেলা পর্যায়ে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সকল শিশুর জন্য একীভূত-মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে ২০১৩ সাল থেকে ''ডেভলপিং এ মডেল অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন ইন বাংলাদেশ প্রজেক্ট''-এর যাত্রা শুরু হয়। প্রকল্পটি প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের পাঁচটি উপজেলার ৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এর ক্যাচমেন্ট এলাকাকে কেন্দ্র করে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) হাতীবান্ধা উপজেলার ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকল্পটি সফল বাস্তবায়ন করছে। এটি একটি সফল প্রকল্প হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে কারণ, এটি সরকারের 'পিইডিপি প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর, জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা শিক্ষা অফিসের সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়ে আসছে। প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে- বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রবেশগম্যতা, শিশুবান্ধব পরিবেশ, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, শ্রেণি কক্ষে ইনক্লুসিভ পেডাগোজি (কো-অপারেটিভ লার্নিং মেথড) প্রয়োগে শিখন-শিক্ষণ পরিচালনা, মেন্টরিং, ক্লাশরুম লাইব্রেরি, সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী ইত্যাদি। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভাল ও সফল কাজ চিহ্নিত করে সেটিকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একীভূত প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করা ও অন্য সকলকে এসব কাজ সম্পর্কে জানানো এবং একীভূত শিক্ষা প্রকল্পের ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ পূর্বক সে অনুযায়ী কাজ করতে আগ্রহী করে তোলাই হল এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. সোলায়মান মিঞা'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মো. মশিউর রহমান মামুন, উপজেলা চেয়ারম্যান, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট এবং গেস্ট অফ অনার হিসেবে বক্তব্য রাখেন মো. জাহাঙ্গীর আলম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, লালমনিরহাট। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও বক্তব্য রাখেন হাসান আতিকুর রহমান, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, লালমনিরহাট; মো. আবুবকর সিদ্দিক, ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, হাতীবান্ধা; এম এম সাকির হোসেন, প্রজেক্ট ম্যানেজার, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, হাতীবান্ধা ফিল্ড অফিস এবং মো. আব্দুল মান্নান, প্রজেক্ট ম্যানেজার, ইএসডিও, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন, "বাংলাদেশে ইনক্লুসিভ এডুকেশন এর উপর একটি বাস্তবায়নযোগ্য মডেল উন্নয়নে ইএসডিও এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ডাইরেক্টরেট অফ প্রাইমারি এডুকেশনকে সহযোগিতা করেছে যা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। বিদ্যালয় ও উপজেলা পর্যায়ে এর সফল দিকগুলো চলমান রাখতে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের স্লিপ ও ইউপিপি তহবিল কাজে লাগানোর জন্য জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সার্বিক সহযোগিতা বিদ্যালয়কে প্রদান করা হবে"।

ভাল ও সফল কাজ চিহ্নিত করার জন্য শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্রেষ্ঠ রিসোর্স পুল মেম্বার/মেন্টরিং, শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ সহকারী শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ স্টুডেন্টস কাউন্সিল, শ্রেষ্ঠ স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এস.এম.সি) শ্রেষ্ঠ এসবিকে যত্নকারী, শ্রেষ্ঠ রিসোর্স টিচার, শ্রেষ্ঠ চিলড্রেন সার্কেল (সিসি) এবং শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি রিসোর্স টিমকে (১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারী) অতিথিগণের মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণী শেষে শিক্ষকগণ এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং এমন বিশেষ আয়োজনের জন্য ইএসডিও এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

## প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর কর্তৃক ইএসডিও-জানো প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে, কেয়ার বাংলাদেশ ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কারিগরি সহায়তায়, ইএসডিও Joint Action for Nutrition Outcome (JANO) প্রকল্পের কার্যক্রম রংপুর জেলার তারাগঞ্জ, কাউনিয়া ও গঙ্গাচড়া উপজেলা এবং নীলফামারী জেলার নীলফামারী সদর, ডোমার, জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে।

এরই ধারাবাহিতকায় ওরলা মারফি, কান্ট্রি ডিরেক্টর, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ গত ৫-৭ মে ২০১৯ রংপুর ও নীলফামারী জেলার জানো প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় তিনি রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার অফিসার্স কল্যাণ ক্লাব হলরুমে জানো প্রকল্পের প্রধান শিক্ষকদের ০১ টি অবহিতকরণ সভা পরিদর্শন করেন। উক্ত অবহিতকরণ সভায় গঙ্গাচড়া উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ৪৪ জন প্রধান শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, তিনি নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার কিশোরগঞ্জ বহুমূখী মডেল উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন এটিএম নূরুল আমিন শাহ্, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী। পরিদর্শনের পাশাপাশি তিনি মোঃ আখতারুজ্জামান,

*বাকী অংশ ১১ পৃষ্ঠায়*

## রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলায় জানো প্রকল্পের সিএসজির বর্তমান অবস্থা ও পূনর্গঠন সম্পর্কিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৯ মে ২০১৯, রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হলরুমে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে, কেয়ার বাংলাদেশ ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কারিগরি সহায়তায় এবং ইএসডিও কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত Joint Action for Nutrition Outcome (JANO) শীর্ষক প্রকল্পের সিএসজির বর্তমান অবস্থা ও পূনর্গঠন সম্পর্কিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: মোস্তফা জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। তিনি জানান যে, জানো প্রকল্পের মাধ্যমে তারাগঞ্জ উপজেলার কমিউনিটি গ্রুপ, কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ ও কমিউনিটি ক্লিনিকের গুণগত মান উন্নয়নে মনিটরিং, সুপারভিশন কার্যক্রম জোরদারকরণ ও কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের কাজ শুরু করবে। বর্তমানে কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের মেয়াদ শেষ হওয়া, সাপোর্ট গ্রুপের সদস্যদের মৃত্যুবরণ, কিছু কিছু সদস্যের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন ও অন্যত্র গমনের কারনে কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপগুলোর পূনর্গঠন প্রয়োজন। তিনি বলেন, সিএসজি কমিটিগুলোর পূনর্গঠনে তারাগঞ্জ উপজেলার পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা করা হবে। এরপরে চলতি মাসের ১৯ তারিখ থেকে তারাগঞ্জ উপজেলার ১৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকের সিজি গ্রুপের সাথে মিটিং-এর তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন তারাগঞ্জ উপজেলার সকল Sanitary Inspector, Medical Technologist (EPI), স্বাস্থ্য পরিদর্শক (HI), সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক (AHI) ও পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক (FPI), FWV; নিহার কুমার প্রামানিক, টেকনিক্যাল অফিসার, জানো প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ; মো: রেজওয়ানুর রহমান, সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইএসডিও; মীর আশিকুর আলম, মনিটরিং ও ইভালুয়েশন অফিসার, ইএসডিও এবং ইএসডিও'র উন্নয়নকর্মীবৃন্দ। সভাটি সঞ্চালনা করেন মোঃ গোলাম রাব্বানি, ম্যানেজার, মাল্টিসেক্টরাল গভর্নেন্স, জানো প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ।

## শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিদর্শনে সিভিক ফাউন্ডেশন ও রংপুর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা'র প্রতিনিধিদল

গত ১৪ মে ২০১৯ তারিখ সিভিক ফাউন্ডেশন ও রংপুর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনার কৌশল জানতে পরিদর্শন করলেন ইএসডিও'র কারিগরি সহায়তায় ও কমিউনিটি পরিচালিত শিশু বিকাশ কেন্দ্র সমূহ। শিশু বিকাশ কার্যক্রম পরিদর্শনের শুরুতে প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সংক্ষিপ্তাকারে শিশু বিকাশ কেন্দ্র সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন ইএসডিও'র প্রজেক্ট ম্যানেজার মো. আব্দুল মান্নান । সংক্ষিপ্ত ধারণার পর চারজন দলনেতার নেতৃত্বে চারটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ হাতীবান্ধা উপজেলার সিংগীমারী ইউনিয়নের শিশু নিকেতন টিএণ্ডটি পাড়া শিশু বিকাশ কেন্দ্র, তেলিপাড়া-৩ শিশু বিকাশ বিকাশ কেন্দ্র, সিংগীমারী ডাঙ্গাপাড়া শিশুবিকাশ কেন্দ্র এবং চরধুবনি চেয়ারম্যান পাড়া শিশু বিকাশ কেন্দ্র নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি তাঁরা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাথে শিশু বিকাশ পরিচালনার বিস্তারিত কৌশলগত দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ অভিভাবকদের সাথে মত বিনিময় করে জেনে নেন যে, কিভাবে একজন অভিভাবক শিশু বিকাশ কেন্দ্রে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সহযোগিতা করেন।

*বাকী অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়*

# জেন্ডার ও গ্রাম আদালত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প এর আওতায় গাইবান্ধা জেলা প্রশাসন গত ২৯ মে গাইবান্ধায় "জেন্ডার ও গ্রাম আদালত সক্ষমতা বৃদ্ধি সচেতনতামুলক কর্মশালা " আয়োজন করেছে। এ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হলো: অল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে স্থানীয় ছোটখাটো বিরোধ মীংমাসা এবং গ্রামীণ জনগণ বিশেষ করে নারী বিচার প্রার্থীদের বিচারিক সেবা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে রংপুরে প্রকল্প এলাকার ৫২ টি ইউনিয়নে গ্রাম আদালতগুলোকে অধিকতর নারী বান্ধব করতে জেলা পর্যায়ে দিক-নির্দেশনা লাভ করা।

মোছা: রোখছানা বেগম, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, গাইবান্ধা এর সভাপতিত্বে আয়োজিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আবদুল মতিন, জেলা প্রশাসক গাইবান্ধা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজী জামশেদুল হক, সিনিয়র সহকারী জজ ও জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার, গাইবান্ধা; মো: আসাদুজ্জামান, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার, সি-সার্কেল, গাইবান্ধা ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ সোলেমান আলী। কর্মশালায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন এবং সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন করেন সৈয়দ মহসীনুল আবেদীন, ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর, বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প, ইউএনডিপি, গাইবান্ধা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, মানবাধিকার সংগঠন, সাংবাদিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তাগণ ও সুশিল সমাজের নারী প্রতিনিধিগণ।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুল মতিন বলেন, "রাজনৈতিক পরিচয়ের উর্দ্ধে উঠে ইউপি চেয়ারম্যানদেরকে গ্রাম আদালত পচিালনা করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকে স্বল্প খরচে ও স্থানীয়ভাবে বিরোধ মীমাংসার পাশাপাশি নিম্ন আদালতের দীর্ঘ মামলার জট কমানোর জন্য গ্রাম আদালতকে আরো কার্যকর করতে জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন যে, আমাদের সমাজের অর্ধেকই নারী, তাই নারীদের বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতগুলোকে আরও নারীবান্ধব হতে হবে। তিনি ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে ইউনিয়ন পরিষদকে নারীবান্ধব যেমন নারীদের স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ নিশ্চিত করা, নারীরা বিচার চাইতে আসলে তাদের কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে বলেন। তাছাড়াও অন্যান্য সুবিধাগুলো যেমন: নারীদের ল্যাট্রিন সুবিধা নিশ্চিতকরণ, নারীদের আলাদাভাবে বসার ব্যবস্থা রাখা সর্বোপরী নারীবান্ধব করতে যা যা করা দরকার তা নিশ্চিত করার তাগিদ দেন।

উল্লেখ্য, এ প্রকল্প স্থানীয়ভাবে সহজে, কম খরচে, দ্রুত এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বিরোধ নিস্পত্তি করা এবং অন্যায়ের প্রতিকার লাভের লক্ষ্যে তৃণমূলের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষত: নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। প্রকল্পটি বর্তমানে এর ২য় পর্যায়ে দেশের ২৭ জেলার ১২৮ উপজেলার ১,০৮০টি ইউনিয়নে প্রায় ২ কোটি গ্রামীণ জনগণের কাছে সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করছে। এছাড়াও প্রকল্পটি এর ১ম পর্যায়ে দেশের ৬টি বিভাগের (ঢাকা, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট) ৩৫১টি ইউনিয়নে ২৫ লাখের ও বেশি স্থানীয় লোকজনকে (১৯,৫৩,০০০ নারী) বিচারিক সুবিধা পেতে সাহায্য করেছে।

দ্রষ্টব্য: ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও ইউএনডিপি উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণের কাছে গণতান্ত্রিক সুশাসন ও বিচারিক সুবিধা নিশ্চিত করতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে থাকে।

# জেলা পর্যায়ে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয় শীর্ষক বার্ষিক সমন্বয় সভা-২০১৯

গত ১৮মে জেলা প্রশাসন, নওগাঁ'র উদ্যোগে জেলার গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয় শীর্ষক বার্ষিক সমন্বয় সভা নওগাঁ জেলা সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক মো: মিজানুর রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ.কে.এম শহীদুল ইসলাম, বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ, নওগাঁ; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ ইকবাল হোসেন, পুলিশ সুপার, নওগাঁ; মো: শাহাদত হোসেন, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, গ্রাম আদালত প্রকল্প। সভাটি সঞ্চালনা করেন গোলাম মোঃ শাহ্নেওয়াজ, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, নওগাঁ । সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান, সহকারী পুলিশ সুপার, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা, সমাজ সেবা কর্মকর্তা, ইএসডিও জেলা সমন্বয়কারী, উপজেলা সমন্বয়কারী ও গ্রাম আদালত সহকারীবৃন্দ।

ইউএনডিপির প্রতিনিধি মো: শরিফুল ইসলাম গ্রাম আদালত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা মূলক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন। প্রধান অতিথি বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন- গ্রাম আদালত একটি আইনী আদালত। এই আদালতের বিচারক হলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ। বিচারকগণকে আইন সর্ম্পকে জানতে হবে। একজন বিচারকের কারনে বিচার ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে পারে। যে আইনের বিচার যে আদালতে বিচার হওয়া উচিত সেই আদালতে করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। যদি বাদী-বিবাদী-স্বাক্ষীর কথা শুনে-বুঝে বিবেক দিয়ে বিচারক রায় ঘোষণা করেন তাহলে বিচার প্রার্থীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব। সঠিক ভাবে শুনানীর মাধ্যমে যত দ্রুত বিচার নিস্পত্তি করা যায় তত ভালো। গ্রাম আদালতে যত সহজে বিচার

বাকী অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

## গ্রাম আদালত সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ‘সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের ভূমিকা’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা

“জেলা পর্যায়ে গ্রাম আদালত প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয় শীর্ষক বার্ষিক সমন্বয় সভা” গত ২২ মে গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এবং ইউএনডিপি’র আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ বার্ষিক সভায় প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় প্রকল্পভূক্ত জেলার চলমান কার্যক্রমের পর্যালোচনা, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সমূহ ও তা দূরীকরণের সম্ভাব্য উপায় সমূহ এবং স্থানীয় প্রশাসনের নেতৃত্ব ও মনিটরিং এর মাধ্যমে গ্রাম আদালত স্থানীয়করণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত এ সভায় প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা ফ্যাসিলিটেটর, জেলা প্রশিক্ষণ পুলের সদস্যবৃন্দ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী বেসরকারি সংস্থা ইএসডিও’র প্রতিনিধিসহ ৮৩ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় মোঃ আব্দুল মতিন, জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা তার বক্তৃতায় বলেন, গ্রামে অনেক ছোট-খাটো ঘটনা ঘটলেও সাধারণ মানুষ তার প্রতিকার চাইতে থানা বা জেলা আদালতে আসেন যেখানে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। পক্ষান্তরে গ্রাম আদালতে ২০/৩০ দিনের মধ্যে একটি বিচার নিষ্পত্তি করা যায়। তাই দরিদ্র ও প্রান্তিক এলাকার জনগণ যাতে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে কম সময়ে ও কম খরচে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে এ জন্য উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সকলকে এক সাথে ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, গত জানুয়ারি ২০১৭ থেকে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প গাইবান্ধা জেলার ০৪টি উপজেলার (গোবিন্দগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ, সাদুল্ল্যাপুর ও পলাশবাড়ী) ৫২টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল ইউনিয়নে ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ৫৭৫৩টি মামলা দায়ের হয়েছে যার মধ্যে ৫৩৫৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। ১৩৫২ জন নারীর বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে, ৪০১ জন নারী বিচারিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন, ৩,২৫,৬৮,৪৩৫ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় ও প্রদান করা হয়েছে। মোট ফি আদায় হয়েছে ৭১,০৩০ টাকা (ফৌজদারী: ৩৬,১১০ টাকা, দেওয়ানী: ৩৪,৯২০টাকা) এবং ২৩৯০.০৮৫ শতাংশ জমি উদ্ধার নিশ্চিত হয়েছে। তিনি গ্রাম আদালত সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এর বিচারিক সুবিধার কথা গাইবান্ধা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ জনগণ বিশেষত নারীদের মাঝে পৌঁছে দেবার জন্য প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আহ্বান জানান। মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মোছাঃ রোখছানা বেগম, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, গাইবান্ধা; বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, গাইবান্ধা; সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার, সি-সার্কেল, গাইবান্ধা; সৈয়দ মহসীনুল আবেদীন, ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর, ইউএনডিপি; এভিসিবি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী, মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, জেলা সমন্বয়কারী, সাইয়্যেদ আহমদ ও উপজেলা সমন্বয়কারীগণ।

## কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী ও ভুরুঙ্গামারীতে অনুষ্ঠিত হলো গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব শীর্ষক কর্মশালা

কুড়িগ্রাম জেলায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী ও ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় অনুষ্ঠিত হলো ‘গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব’ শীর্ষক কর্মশালা।

গত ২১ মে কুড়িগ্রাম সদর, ২২ মে নাগেশ্বরী ও ২৮ মে ভুরুঙ্গামারী উপজেলার উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালাগুলিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী ও ভুরুঙ্গামারী। ৩টি উপজেলার ৩২টি ইউনিয়নের ৯৬ জন নির্বাচিত সংরক্ষিত মহিলা সদস্য, সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যানবৃন্দ, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, শিক্ষক ও স্থানীয় সাংবাদকর্মীবৃন্দের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় কর্মশালাটি। সঞ্চালনায় ছিলেন মোঃ আবুবকর সিদ্দিক, জেলা সমন্বয়কারী, ইএসডিও-এভিসিবি-২ প্রকল্প এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমন্বয়কারীগণ উপস্থিত ছিলেন ।

কর্মশালায় মোছাঃ নিলুফা ইয়াসমিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সদর বলেন, ইএসডিও গ্রাম আদালতকে কার্যকর করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে। নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য তিনি ইউপি চেয়ারম্যানগণকে অনুরোধ করেন। আমিন উদ্দীন আহমেদ (মঞ্জু), চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ কুড়িগ্রাম সদর বলেন, সাধারণ মানুষ বিচারিক সেবা নিতে এসে যেন হয়রানির শিকার না হয়, সে বিষয়ে খেয়াল রাখার পরামর্শ দেন চেয়ারম্যানবৃন্দকে এবং সেই সাথে নিয়মিত শুনানী পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। নাগেশ্বরী উপজেলার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ মোস্তফা জামান বলেন, গ্রামের ছোট-খাটো বিরোধের ন্যায়বিচার প্রদানের ফলে মানুষ যেমন তাদের প্রতি সংঘটিত অন্যায়ের বিচার পাচ্ছে তেমনি জেলা আদালতে মামলার জট কমাতে ভূমিকা রাখছে । তাই গ্রাম আদালতের কার্যক্রম সঠিক ভাবে বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য ইএসডিওকে ধন্যবাদ জানান এবং চেয়ারম্যানদের গ্রাম আদালত পরিচালনায় আরও আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানান। এস.এইচ.এম মাগ্‌ফুরুল হাসান আব্বাসী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ভুরুঙ্গামারী বলেন, গ্রাম আদালতে বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তাই তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি আন্তরিকভাবে দেখার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ।

উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রাণালয়ের অধীন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ইউএনডিপির কারিগরি সহযোগিতায়, বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা হিসাবে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কুড়িগ্রাম জেলার ৬টি উপজেলায় ৪৭টি ইউনিয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করছে ।

# ইএসডিও- প্রোমোট প্রকল্পের তরুণ জনগোষ্ঠীর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঠাকুরগাঁও জেলার উপজেলা পর্যায়ে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)'র সহায়তায় প্রোমোট প্রকল্পের আওতায় ইএসডিও'র বাস্তবায়নে তরুণ জনগোষ্ঠীর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা ভিত্তিক অনুষ্ঠিত কর্মশালা যথাক্রমে-

**পীরগঞ্জ:** গত ২২ মে উপজেলা পর্যায়ে তরুণ জনগোষ্ঠীর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বিষয়ক কর্মশালা পীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ হলরুমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ ডব্লিউ এম রায়হান শাহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আখতারুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, পীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ভারতী রাণী রায়, ভাইস চেয়ারম্যান, পীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ; মোঃ মিজানুর রহমান, ওসি তদন্ত, পীরগঞ্জ থানা; মোঃ শামীম হোসেন, এপিসি, ইএসডিও; মোঃ ওয়ালিউর রহমান, উপজেলা ম্যানেজার, ইএসডিও; মোঃ মাহাবুবুল আলম, পিসি প্রমোট প্রকল্প।

**রাণীশংকৈল:** রাণীশংকৈল উপজেলা পরিষদ হলরুমে অনুষ্ঠিত তরুণ জনগোষ্ঠীর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বিষয়ক কর্মশালা রাণীশংকৈল উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমি আফরিদার সভাপতিত্বে গত ২৩ মে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ শাহরিয়ার আযম মুন্না, চেয়ারম্যান, রাণীশংকৈল উপজেলা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন খায়রুল আনাম ডন, অফিসার ইনচার্জ, রাণীশংকৈল থানা; মোঃ শামীম হোসেন, এপিসি, ইএসডিও; মাহবুবুল আলম, প্রকল্প সমন্বয়কারী; অধ্যক্ষ তাজুল ইসলাম সহ উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয় ও বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সাংবাদিকবৃন্দ।

**বালিয়াডাঙ্গী:** বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় তরুণ জনগোষ্ঠীর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বিষয়ক কর্মশালা গত ২৭ মে বালিয়াডাঙ্গি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত কর্মশালায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলী আসলাম জুয়েল, চেয়ারম্যান, বালিয়াডাঙ্গি উপজেলা পরিষদ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহমান; বালিয়াডাঙ্গী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মোসাব্বেরুল হক সহ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ মাহবুবুল হক ও ইএসডিও'র সিনিয়র কো- অর্ডিনেটর শাহ আমিনুল হক।

**হরিপুর:** হরিপুর উপজেলায় তরুণ জনগোষ্ঠীর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বিষয়ক কর্মশালা গত ২০ মে হরিপুর উপজেলা সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) সোহাগ চন্দ্র সাহা এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিয়াউল হাসান মুকুল, চেয়ারম্যান, হরিপুর উপজেলা পরিষদ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন হরিপুর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল কাইয়ুম (পুষ্প); মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছাঃ মোতাহারা পারভীন সুমি সহ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ মাহবুবুল হক।

**ঠাকুরগাঁও সদর:** ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় তরুণ জনগোষ্ঠীর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বিষয়ক কর্মশালা গত ২৯ মে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মাসহুরা বেগম হুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ্যাডভোকেট অরুনাংশু দত্ত টিটো, চেয়ারম্যান, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা পরিষদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলী আকবর খান, অধ্যক্ষ, ঠাকুরগাঁও সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মোঃ মনসুর আলি, সভাপতি, প্রেস ক্লাব, ঠাকুরগাঁও; মোঃ আব্দুর রশিদ, ভাইস চেয়ারম্যান, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা পরিষদ ও ইএসডিও'র এপিসি মোঃ শামীম হোসেন।

উল্লেখ্য তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দক্ষতা উন্নয়ন এবং দেশ ও জাতি গঠনে তরুণদের সম্পৃক্তকরণ এই প্রোমোট প্রকল্পের লক্ষ্য। এ প্রকল্প ঠাকুরগাঁয়ের ৫ টি উপজেলার ৬৬০০ জন উপকারভোগীকে অর্ন্তভূক্ত করা হবে যার মধ্যে ৪৬২০ জন পুরুষ এবং ১৯৮০ জন নারী। মোট উপকারভোগীর ১০ ভাগ সমতলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র-নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠী, ৫ ভাগ দলিত, ২ ভাগ প্রতিবন্ধি এবং ৮৩ ভাগ প্রান্তিক।

# প্রোমোট প্রকল্পের উপজেলা যুব নেটওয়ার্ক গঠন

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ১৯টি ক্লাবের মোট ২৪ জন সদস্য নিয়ে ২৫ জনের একটি উপজেলা নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়। উপজেলা নেটওয়ার্ক গঠনের পূর্বে প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রকল্প সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করা হয়। এরপর প্রতিটি ক্লাবের একজন করে প্রতিনিধি তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং প্রকল্প গতিশীল করার জন্য তারা সক্রিয়ভাবে কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন এবং নেটওয়ার্ক গঠণ করা হয়। কমিটিতে একজন আহ্বায়ক ও একজন সদস্য সচিবের সমন্বয়ে অন্যরা সকলেই এই নেটওয়ার্ক এর সদস্য হন। নেটওয়ার্ক গঠন শেষে ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

# ইএসডিও'র কর্মএলাকায় নানা আয়োজনে 'মা' দিবস উদযাপিত

কিছুই বুঝেনা, ব্যক্ত করতে পারেনা, কোনো শক্তি নেই কিছু বলার ও বুঝার, ক্ষুধা পেলে শুধু কান্নাই যার ভাষা, এমন একটি শিশুকে হাজারো বাঁধা-বিপত্তির পর্বতমালা পেরিয়ে, বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার সাগর পাড়ি দিয়ে আঁচলে বাঁধা সুখের পরশে সযত্নে লালন-পালন করে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সেই মমতাময়ী নারীই হলেন মা। মা অতি ছোট্ট একটি শব্দ হলেও এর ভালবাসার বিশালতা সীমাহীন।

পৃথিবীতে সবচেয়ে মধুর শব্দটি হচ্ছে মা। জগৎ সংসারের শত দুঃখ-কষ্টের মাঝে যে মানুষটির একটু সান্তনা আর স্নেহ-ভালবাসা আমাদের সমস্ত বেদনা দূর করে দেয় তিনিই হলেন মা। মায়ের চেয়ে আপনজন পৃথিবীতে আর কেউ নেই। দুঃখে-কষ্টে, সংকটে-উত্থানে যে মানুষটি স্নেহের পরশ বিছিয়ে দেয় তিনিই হচ্ছেন আমাদের সবচেয়ে আপনজন মা। বিশ্ব 'মা' দিবস সারা বিশ্বব্যাপী একদিনে পালন করা হয়না। আমাদের দেশে 'মা' দিবস পালন করা হয় মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার। ১৯৬২ সালে এই দিবসটি আন্তর্জাতিক দিবসের স্বীকৃতি পায়। গত ১২ মে ইএসডিও-সমৃদ্ধি কর্মসূচি নানা আয়োজনে বিভিন্ন উপজেলা উদযাপন করে 'মা' দিবস।

## রাণীশংকৈল উপজেলার বাচোর ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মা দিবস উদযাপন

ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার বাচোর ইউনিয়নে ইএসডিও-সমৃদ্ধি কর্মসূচির আয়োজনে মা দিবস উপলক্ষে র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব মোঃ দবিরুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ আব্দুল মান্নান, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা রজনী কান্ত রায়, ইডিও মোঃ আব্দুস সাত্তার ও প্রবীণ কর্মসূচী সংগঠক সুরেন্দ্রনাথ রায়, আফরোজা বেগম, শাহিনা আকতার, আবু বক্কর সিদ্দিক ।

উল্লেখ্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহায়তায় ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র কর্ম এলাকায় সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

## ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মা দিবস উদযাপন

এ উপলক্ষে ঠাকুরগাঁও জেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নে ইউনিয়ন কার্যালয় হতে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। সভায় ইএসডিও-সমৃদ্ধ কর্মসূচির ফোকাল পার্সন ও এপিসি স্বপন কুমার সাহা এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আতিকুর রহমান।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ মফিজুর রহমান মনি, বীর মুক্তিযোদ্ধা ভূপেন্দ্রনাথ রায়, ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক পবার উদ্দীন আহমেদ, প্রোগ্রাম অফিসার জিব্রীল ইডেন।

## তুষভান্ডার ইউনিয়নে ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'মা' দিবস-২০১৯ উদযাপন

লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার ৩নং তুষভান্ডার ইউনিয়নে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র উদ্যোগে, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহযোগিতায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আন্তর্জাতিক মা দিবস-২০১৯ কালীগঞ্জ উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে পালন করা হয়। আন্তর্জাতিক মা দিবস উপলক্ষে গত ১২ মে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মাহবুবুজ্জামান আহমেদ, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, কালিগঞ্জ; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ রবিউল হাসান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালীগঞ্জ; সভাপতিত্ব করেন মোছাঃ লায়লা আক্তার বানু, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট। আরও উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান কমলকৃষ্ণ রায় ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নাজমিন নাহার; নুর ইসলাম আহমেদ, চেয়ারম্যান, ০৩ নং তুষভান্ডার ইউনিয়ন, কালীগঞ্জ; মোঃ আমিনুর ইসলাম, সভাপতি, কালীগঞ্জ প্রেসক্লাব। উপস্থিত ছিলেন জোনাল ম্যানেজার মোঃ আরিফুল ইসলাম, ইএসডিও মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি লালমনিরহাট জোন, সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোঃ আবদুল লতিফ, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ জহিরুল ইসলাম, সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নুর আলম নুর, মোছাঃ রাবেয়া বেগম, উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকতা মোঃ শাহজালাল আহমেদ। সভায় বক্তাগণের বক্তব্যের মাঝে মা দিবসে আলোচনা সভার সময় এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং উপস্থিত সকলেই মায়েদের প্রতি আরও দায়িত্ববান হওয়ার অঙ্গীকার ব্যাক্ত করেন।

## আউলিয়াপুর ইউনিয়নে ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস-২০১৯ উদযাপন

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র উদ্যোগে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় গত ২৮ মে বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে সচেতনতামূলক র‍্যালী ও আলোচনা সভা আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিলাল, শিক্ষক প্রতিনিধি রবি কুমার রায়, অত্র ইউনিয়নের কাজী আবুল কাশেম। বক্তাগণ তামাকমুক্ত দেশ গঠনে সকলকে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জনান এবং পরবর্তী প্রজন্মকে তামাকমুক্ত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

ইএসডিও সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এন্ড নলেজ ডিসেমিনেশন কর্মসূচির আওতায় প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। অত্র ইউনিয়নে ইএসডিও শিক্ষা স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, উন্নয়নে যুব সমাজ, প্রবীণ কর্মসূচি, কিশোরী ক্লাব গঠন সহ অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম ২০১২ সাল থেকে চলমান রয়েছে।

## প্রবীণ নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব, যোগাযোগ ও মনিটরিং বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান

রাণীশংকৈল উপজেলার ৫নং বাচোর ইউনিয়নে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র উদ্যোগে, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় প্রবীণ কর্মসূচি কার্যক্রমের আওতায় গত ৫ মে প্রবীণ কমিটির সদস্যদের প্রবীণ নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব, যোগাযোগ ও মনিটরিং বিষয়ে দ্বিতীয় দফায় ২৭ জন প্রবীণকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে কর্মসূচি সম্পর্কে প্রবীণদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিন ব্যাপি আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাচোর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিতেন্দ্র নাথ রায়। উপস্থিত ছিলেন স্বপন কুমার সাহা, এপিসি এম এফ, ইএসডিও; মোঃ আব্দুল মান্নান সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী।

অনুষ্ঠানে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেন আবু বক্কর সিদ্দিক প্রবীণ কর্মসূচি সংগঠক; রজনী কান্ত রায়, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা; ও মোঃ আব্দুস সাত্তার ইএসডিও।

# সিরাজগঞ্জে মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করলো ইএসডিও

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহায়তায় ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। 'অতি দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ' কার্যক্রম ভূক্ত সদস্যগণের মেধাবী সন্তান এই শিক্ষাবৃত্তির জন্য বিবেচিত। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে উত্তীর্ণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় দফার শিক্ষাবৃত্তি প্রতিজনের ১২ হাজার টাকার চেক প্রদান অনুষ্ঠান গত ২৭মে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে তাদের শিক্ষাবৃত্তি প্রতিজনের জন্য ১২ হাজার টাকার চেক তুলে দেন কামরুন নাহার সিদ্দিকা, জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফিরোজ মাহমুদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক); সিরাজগঞ্জ জোনাল ম্যানেজার আহসান হাবীব; উপজেলা ম্যানেজার মোঃ মুক্তারুল ইসলাম এবং ইএসডিও সিরাজগঞ্জ শাখার উন্নয়নকর্মীবৃন্দ। উল্লেখ্য যে মেধাবী শিক্ষার্থীরা জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, বেলকুচি, উল্লাপাড়া, তালগাছি ও শাহজাদপুর উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা।

গত ২৯ মে গাইবান্ধা জেলার মোট ০৯ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সুন্দরগঞ্জ শাখা হতে ০২ জন, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার গোবিন্দগঞ্জ শাখা হতে ০৪ জন এবং কোচাশহর শাখা হতে ০৩ জন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন-গাইবান্ধা জেলার জেলা প্রশাসক, সিনিয়র পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ডিডিডব্লিউডি, ডিডিওয়াইডি, ডিডিএসএস। শিক্ষার্থীদের হাতে সরাসরি চেক প্রদান করেন গাইবান্ধা জেলার ডিডিএলজি।

## ইএসডিও মানব সম্পদ বিভাগ

### এপ্রিল ২০১৯ মাসের যোগদান, পদোন্নতি, বদলী সংক্রান্ত তথ্য

| ক্রমিক | বিবরণ | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ০১ | যোগদান-এমএফ | ৫ জন |
| ০২ | যোগদান-প্রজেক্ট | ২৭ জন |
| | মোট যোগদান | ৩২ জন |
| ০৩ | পদোন্নতি-এমএফ | ৬ জন |
| ০৪ | বদলী-এমএফ ও প্রজেক্ট | ৪২ জন |

পিকেএসএফ'র সহায়তায় এবং ইএসডিও'র বাস্তবায়নে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলার ৯টি উপজেলায়

# বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি ও লেখালেখি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

### ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, মাদক, ইভটিজিং, প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ২২ মে বির্তক প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি ও লেখালেখি বিষয়ক কর্মশালা ঠাকুরগাঁও বি ডি হল কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় উপজেলার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৫৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইএসডিও'র সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর মোঃ শাহ্ আমিনুল হক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মনসুর আলী, সভাপতি, প্রেসক্লাব ঠাকুরগাঁও। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ দৌলত উজ জামান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার রওশন আরা বেগম। সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ রফিকুল ইসলাম।

### রাণীশংকৈল উপজেলা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহায়তায় এবং ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র বাস্তবায়নে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলায় যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, মাদক, ইভটিজিং বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি ও লেখালেখি বিষয়ক কর্মশালা রাণীশংকৈল উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় উপজেলার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৫৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন শাহ মো: আমিনুল হক, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর, ইএসডিও। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান শাহারিয়ার আজম মুন্না। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ বেলাল হোসেন, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শেফালি খাতুন, রানীশংকৈল ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক প্রশান্ত বসাক ও মোঃ আলমগীর হোসেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইএসডিও'র শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ তৈয়ব আলী, প্রেমদীপ প্রকল্পের উপজেলা ম্যানেজার মোঃ খাইরুল আলম। সঞ্চালনা করেন কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ রফিকুল ইসলাম।

### বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, মাদক, ইভটিজিং বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ২০ মে উল্লেখিত বিষয়ের কর্মশালা বালিয়াডাঙ্গী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় উপজেলার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৪৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর মো: শাহ্ আমিনুল হক, ইএসডিও। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আবদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বালিয়াডাঙ্গী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ মানিক হোসেন, বালিয়াডাঙ্গি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ খতিবুর রহমান এবং লোলপুকুর ডি এস উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ মজিবর রহমান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইএসডিও'র শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ নূর আলম। সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার মো: রফিকুল ইসলাম।

### পীরগঞ্জ উপজেলা

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, মাদক, ইভটিজিং প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ১৯ মে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি ও লেখালেখি বিষয়ক কর্মশালা ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় উপজেলার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৪১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মো: আনোয়ার হোসেন, জোনাল ম্যানেজার, ইএসডিও। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শুকুমার রায়। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ভারতী রানী রায়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মেহের এলাহী, সভাপতি, পীরগঞ্জ প্রেসক্লাব; ফরিদা বিজলি, প্রধান শিক্ষক, বীরহোলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মোঃ মোকাদ্দেস হায়াত মিলন সহ-সভাপতি, প্রেসক্লাব, পীরগঞ্জ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইএসডিও'র শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ মাহবুবুর রহমান, প্রেমদীপ প্রকল্পের উপজেলা ম্যানেজার মো: ওয়ালিউর রহমান । সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার, মো: রফিকুল ইসলাম।

### হরিপুর উপজেলা

গত ১৪ মে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় অনুষ্ঠিত হলো কবিতা আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং লেখালেখি বিষয়ক কর্মশালা। ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলা পরিষদ হলরুমে যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, মাদক, ইভটিজিং, প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতা এবং কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা ও কর্মশালায় উপজেলার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৫৯ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইএসডিও'র সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর শাহ মো: আমিনুল হক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এস আর ফারুক। গেষ্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হরিপুর থানার ও.সি, (তদন্ত) মোঃ আব্দুর সবুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন আলহাজ্ব জমির উদ্দীন আহমেদ, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, হরিপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; ইএসডিও'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার (মাইক্রোফিন্যান্স) নগেন্দ্র নাথ রায়; শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ আসাদ আলী।

*বাকী অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়*

# বাড়িতে নয়,সন্তান প্রসব এখন হাসপাতালে হয়

হাতীবান্ধা উপজেলার চর সিন্দুর্না একটি দূর্যোগ প্রবণ এলাকা। তিস্তা নদীর কারনে চর সিন্দুর্না গ্রামটি উপজেলা থেকে সম্পূর্ন বিচ্ছিন্ন। বছরের ৬ মাস সম্পূর্ণ গ্রামটি পানিতে ভরে থাকে। তখন নৌকা ছাড়া এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করা সম্ভব হয়না। আবার বাকী ৬ মাস শুষ্ক থাকে চারিদিক সে সময় ৩-৪ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে উপজেলায় আসতে হয়। সিন্দুর্না ইউনিয়নে কোন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নেই। তাই কোন গর্ভবতী মায়ের চেকআপ, শারীরিক জটিলতাসহ সন্তান প্রসব করাতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ আসতে হয়। চর সিন্দুর্না গ্রামের মানুষ আধুনিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সেখানে বিদ্যুৎ নেই, কোন ডাক্তার নেই, কোন হাট বাজার নেই, নেই কোন ঔষধের দোকান। সরকারি কোন স্বাস্থ্য কর্মী বাড়িতে গিয়ে কোন পরামর্শ বা সেবা প্রদান করেনা। তাই বাধ্য হয়েই সব গর্ভবতী মা বাড়িতে সন্তান প্রসব করতো। সিন্দুর্না চরে আইসিডিপি-২ প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে চরের গর্ভবতী মায়েদের ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর এ পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে ইএসডিও'র সিএসবি এর মাধ্যমে। আইসিডিপি-২ প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে সিএসবিএগণ গর্ভবতী চিহ্নিতকরণ এবং গর্ভবতী মায়ের প্রসবপূর্ব ৪ টি চেকআপ নিশ্চিত করেন। এছাড়াও তারা গর্ভকালীন সময়গুলোতে গর্ভবতী মায়েদের সুষম খাবার, আয়রন যুক্ত খাবার, পরিমিত বিশ্রাম ও ঘুম এবং করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করছে। সেই সাথে বাড়িতে সন্তান প্রসব করলে মা ও শিশুর নানা প্রকার জটিলতা যেমন: অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, খিঁচুনি, শ্বাস কষ্ট হতে পারে তাই সকল গর্ভবতী মাকে হাসপাতালে সন্তান প্রসব করার পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে বর্তমানে চর সিন্দুর্না গ্রামের মায়েরা হাসপাতালে সন্তান প্রসব করছে। চর সিন্দুর্না গ্রামের মোছাঃ শরিফা খাতুন বলেন,"না জানার কারণে আমার পূর্বের ২টি সন্তান বাড়িতে প্রসব করাতে গিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ সহ অনেক সমস্যা হয়েছিল। সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে আমার বেশ সময় লেগেছিল এবং আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল। এবার সিএসবিএ আপার পরামর্শে আমি হাসপাতালে সন্তান প্রসব করি। সেখানে আমার কোন সমস্যা হয়নি বর্তমানে আমি ও আমার সন্তান সুস্থ আছি।"

গত ১৮ মে ইএসডিও-লালমনিরহাট জোনে ইএসডিও মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির আওতায় বুনিয়াদ প্রকল্পভূক্ত উপকারভোগীদের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা বৃত্তির চেক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে লালমনিরহাট জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ রফিকুল ইসলাম উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষাবৃত্তির চেক তুলে দেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জন প্রতিনিধি ও ইএসডিওর উন্নয়নকর্মীবৃন্দ।

## ইকো ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (ইআইটি)'র

*২য় পৃষ্ঠার পর*

প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধিদের নিয়ে মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইফতার মাহফিল ও মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন ইআইটি'র চেয়ারম্যান ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। অনুষ্ঠানে এ সময় উপস্থিত ছিলেন আলী আকবর খান, অধ্যক্ষ, সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ঠাকুরগাঁও; আলহাজ্ব মোদাচ্ছের হোসেন, স্বত্বাধিকারী, তামান্না এন্টারপ্রাইজ; আলহাজ্ব মোঃ সেলিম রেজা, চেয়ারম্যান, সেলিম রেজা গ্রুপ; মোঃ রমজান আলি, স্বত্বাধিকারী, রমজান ব্রাদার্স; মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, স্বত্বাধিকারী, মাম হাসপাতাল ও মাম মটরস; মোঃ মাসুদুর রহমান বাবু, সাধারণ সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, ঠাকুরগাঁও সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী ও প্রতিনিধিগণ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে এসইআইপি প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন ইআইটি'র অধ্যক্ষ শাহরিয়ার মাহমুদ।

ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান তাঁর সমাপনী বক্তব্যে প্রাইভেট সেক্টরের সম্মানিত চাকুরীদাতাগণকে এসইআইপি প্রকল্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী এই দক্ষ জনশক্তিকে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা অনুযায়ী কাজের সুযোগ করে দিয়ে বেকারত্ব মুক্ত উন্নত দেশ গড়তে সহায়তার আহ্বান জানান।

## প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের

*৪ পৃষ্ঠার পর*

উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রংপুর বিভাগ, রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলায় তাসলীমা বেগম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সেলিনা বেগম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, গঙ্গাচড়া, রংপুর এর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন এবং ০৭ মে ২০১৯ তারিখে ইএসডিও-সিলভার জুবিলি ভবন রংপুরে জানো প্রকল্পের সকল উন্নয়ন কর্মীর সাথে কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। উন্নয়ন কর্মীদের সাথে মতবিনিময়ের সময় উপস্থিত ছিলেন কেয়ার বাংলাদেশের রজব আলী, ম্যানেজার, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং; মোঃ গোলাম রাব্বানি, ম্যানেজার, মাল্টিসেক্টরাল গভর্নেন্স, জানো প্রকল্প, রংপুর ও ডা. এএফএম মাহবুবুল আলম, প্রজেক্ট ম্যানেজার, জানো প্রকল্প, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, রংপুর।

কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন ডা. ঋষিকেশ সরকার, ডিভিশনাল ম্যানেজার, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ রংপুর ও আবু আযম নূর, এ্যাডভাইজার (প্রোগ্রাম এন্ড এইচআর), ইএসডিও।

## ঠাকুরগাঁও'র পীরগঞ্জ ও রাণীশংকৈল উপজেলায় ইএসডিও-প্রেমদীপ প্রকল্পের উৎপাদক দলের সদস্যদের ঋণ সহায়তার জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কর্মশালা

পীরগঞ্জ উপজেলায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

ইএসডিও'র বাস্তবায়নে হেকস/ইপার এর সহযোগিতায় প্রেমদীপ প্রকল্পের উৎপাদক দলের সদস্যদের মূলধন যোগানের জন্য সরকারি দপ্তর, ব্যাংক ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৩ মে ঠাকুরগাঁও'র পীরগঞ্জ উপজেলায় এবং ৮ মে রাণীশংকৈল উপজেলায় এই কর্মশালা দু'টি অনুষ্ঠিত হয়।

পীরগঞ্জ উপজেলার কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার মোঃ জুলফিকার আলী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক পীরগঞ্জ শাখার ২য় কর্মকর্তা মোঃ মনজুর আলম। এছাড়াও কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন ক্রেডিট সুপারভাইজার, উপজেলা সমাজ সেবা অফিস মোঃ দেলোয়ার হোসেন, আশা'র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, শাখা ব্যবস্থাপক, মহিলা বহুমূখী শিক্ষা কেন্দ্রের শাখা ব্যবস্থাপক,ব্যুরো বাংলাদেশের শাখা ব্যবস্থাপক, টিএমএসএস এর শাখা ব্যবস্থাপক, ইএসডিও জাবরহাট, পীরগঞ্জ ও লোহাগাড়া শাখার শাখা ব্যবস্থাপকগণ।

রাণীশংকৈল উপজেলার কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার এস এম রফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক রাণীশংকৈল শাখার ব্যবস্থাপক মোতাহার হোসেন। উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক্রেডিট সুপারভাইজার মোঃ আব্দুস সামাদ প্রধান, ইএসডিও মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির এরিয়া ম্যানেজার নগেন্দ্রনাথ রায় ও অন্যান্য মাইক্রোফিন্যান্স ইন্সটিটিউট এর প্রতিনিধিগণ ও ইএসডিও প্রেমদীপ প্রকল্পের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

সভায় রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) এর প্রতিনিধিবৃন্দ বলেন, নীতিমালা অনুযায়ী ক্ষুদ্র-নৃ গোষ্ঠির জনগণের গবাদীপশু ও হাঁস-মুরগী পালনের জন্য কোন বন্ধকী ছাড়াই ৯% সার্ভিস চার্জ হিসেবে একজন সদস্যকে ১০ টাকার ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে ১ বছর মেয়াদী সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা ঋণ দেওয়ার সুযোগ আছে এবং ৫জন করে দল গঠন করে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের সুযোগ আছে। যে কোন আদিবাসী জমির দলিল বন্ধক রেখে ৪বছর মেয়াদী যে কোন পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যেই ঋণ পরিশোধ করলে ২% হারে রিবেট দেয়া হয়'। সভায় উপজেলা সমাজসেবা অফিসের প্রতিনিধি জানান, ইউনিয়ন সমাজকর্মীর মাধ্যমে দল গঠন করে ৫জন সদস্যকে দলীয়ভাবে মাসিক কিস্তিতে ১০% সার্ভিস চার্জ হিসেবে ১ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা যেতে পারে এবং প্রথম ২ মাস কোন কিস্তি গ্রহণ করা হবেনা। এক্ষেত্রে দল গঠনের জন্য ইএসডিওকে সহযোগিতা করতে হবে'। সভায় উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার জানান,'পরিবার ভিত্তিক ঋণ সহায়তা কার্যক্রমে ছোট ছোট দলে ৫জন করে সদস্য নিয়ে কমিউনিটি ভিত্তিক ৩৫-৪০জন সদস্যের দল গঠন করে নির্ধারিত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে ঋণ প্রদান করা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর'। কর্মশালায় উৎপাদক দলের সদস্যদের মধ্যে পীরগঞ্জ উপজেলার সেরিনা মুর্মু, পিতর হাসদা ও কাচেন্দ্র নাথ ঋষি এবং রাণীশংকৈল উপজেলার সেজুতী টুডু ও ইমানুয়েল মার্ডি ঋণের মাধ্যমে গরু মোটাতাজাকরণ ও দেশী মুরগি পালনে সফলতার কথা তুলে ধরেন এবং তারা ঋণ সহায়তার জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতা কামনা করেন। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইএসডিও প্রেমদীপ প্রকল্পের মার্কেট ডেভলপমেন্ট ম্যানেজার মোঃ মুক্তারুল ইসলাম। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও ভেল্যু চেইন কার্যক্রমের বিভিন্ন চিত্র ও প্রতিবেদন তুলে ধরেন টেকনিক্যাল ম্যানেজার মোঃ রওশন জামাল চৌধুরী। কর্মশালায় মতামত দেন প্রকল্পের টেকনিক্যাল ম্যানেজার (এমএন্ডই) সন্তোষ কুমার তিগ্যা। পরিশেষে ইএসডিও প্রেমদীপ প্রকল্পের উপজেলা ম্যানেজারগণ আলোচনার সারমর্ম তুলে ধরেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রাণীশংকৈল উপজেলায় অনুষ্ঠিত কর্মশালার উদ্দেশ্য বর্ণনা করছেন মার্কেট ডেভলপমেন্ট ম্যানেজার মোঃ মুক্তারুল ইসলাম।

## ইএসডিও-প্রেমদীপ প্রকল্পের আয়োজনে রাণীশংকৈল উপজেলায় ভূমি বিষয়ক মতবিনিময় সভা

হেকস-ইপারের সহায়তায় ইএসডিও'র বাস্তবায়নে প্রেমদীপ প্রকল্পের আওতায় গত ২২ মে ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলায় ভূমি অফিস কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এবং মূল স্রোতধারার নেতৃবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত হয় ভূমি বিষয়ক মতবিনিময় সভা। উক্ত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন সোহাগ চন্দ্র সাহা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), রাণীশংকৈল; মোঃ মোশাররফ হোসেন বুলু, সিনিয়র সহ সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ রাণীশংকৈল উপজেলা; মোঃ আতাউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, বিএনপি রাণীশংকৈল উপজেলা; মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পৌর আওয়ামীলীগ; প্রশান্ত কুমার বসাক, প্রভাষক, রাণীশংকৈল ডিগ্রি কলেজ; খোকন সরকার, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ রাণীশংকৈল; বিভিন্ন ইউনিয়নের ভূমি সহকারীগণ, প্রেমদীপ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী কাজী মোঃ সেরাজুস সালেকিন; উপজেলা ম্যানেজার মোঃ খায়রুল আলম; টেকনিক্যাল ম্যানেজার ল্যান্ড এন্ড লিগ্যাল সাপোর্ট শাহ মোঃ আমিনুল হক; প্রেমদীপ প্রকল্পের পিওসিগণ। সভায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) মতবিনিময় সভায় অংশ নিয়ে বলেন যে, দলিত আদিবাসীরা আগ্রহ পোষণ করলে শিয়ালদিঘীতে ২২টি পরিবারকে পূনর্বাসনের আওতায় আনা যেতে পারে। এছাড়াও তিনি সুবিধাবঞ্চিত দলিত আদিবাসীদেরকে খাস জমি বন্দোবস্তের জন্য ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ দেন।

ভূমি ইস্যুতে দলিত ও আদিবাসীদের ভূমি অধিকার সংরক্ষণে ভূমি অফিসের কর্মকর্তা, মূল স্রোতধারার নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সংবেদনশীল করণের উদ্দেশ্যে

# মতবিনিময় সভা

ভূমিহীন দলিত ও আদিবাসীদের ভূমি ইস্যুতে সংবেদনশীল করনের উদ্দেশ্যে ভূমি অফিসের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা ও মূল স্রোতধারার নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা পরিষদ হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। ইএসডিও-প্রেমদীপ প্রকল্পের আয়োজনে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন এর সভাপতিত্বে এ মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বহ্নি শিখা আশা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ঠাকুরগাঁও; মোঃ মামুন-উর-রশিদ,পরিচালক, চেম্বার অব কর্মাস, ঠাকুরগাঁও; দ্রৌপদী দেবী আগরওয়ালা সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামীলীগ, ঠাকুরগাঁও; মোঃ মনসুর আলী, সভাপতি, ঠাকুরগাঁও প্রেস ক্লাব; মোঃ শরিফুল ইসলাম, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা; মোঃ দবিরুল ইসলাম, কানুনগো, ভূমি অফিস, ঠাকুরগাঁও; ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার সকল ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ; ইএসডিও প্রেমদীপ প্রকল্প সম্বনয়কারী কাজী মোঃ সেরাজুস সালেকিন, টেকনিক্যাল ম্যানেজার (মনিটরিং) দোলন রায়, টেকনিক্যাল ম্যানেজার (মার্কেট ডেভলপমেন্ট) মোছাঃ সামসুৎ তাবরীজ; উপজেলা ম্যানেজার মোছাঃ ঝর্ণা বেগম, পিওসি রাজু বাশফোঁর। সভাটি সঞ্চলনা করেন টেকনিক্যাল ম্যানেজার (ল্যান্ড এন্ড লিগ্যাল এইড) শাহ্ মোঃ আমিনুল হক। আলোচনায় রাজু বাশফোঁর বলেন, ''আমাদের সমস্যা বহুযুগ ধরে। কেউ এই সমস্যার সমাধান করেনা। আমাদেরকে শুধু আশার কথা শোনায় কিন্তু কাজ হয়না। আমরা ছোট্ট একটি ঘরে বাবা মা ছেলে বউ, কন্যা, ভাই, দাদা, দাদি একি সাথে থাকি। মাঝখানে কেউ শাড়ি-কেউ চাদর টাঙ্গিয়ে দেই, এভাবে চলছে দিনের পর দিন''। আলোচনায় অংশ নিয়ে উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মহোদয় বলেন, 'সমস্যা গুলোর দ্রুত সমাধান করা দরকার। আমরা সমাজসেবা থেকে দলিত ও আদিবাসীদের অনেক রকম সুযোগ সুবিধা দেই। আমরা যদি এই জনগোষ্ঠীর জন্য কিছু করতে পারি তাহলে সকলে উপকৃত হবো'। চেম্বার অব কমার্সের পরিচালক আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, 'দলিত এবং আদিবাসী ভূমিহীন পরিবারগুলোকে যদি জায়গা দেওয়া হয় তাহলে আমরা আমাদের ব্যবসায়ীক সমিতি থেকে সহযোগিতা করতে পারবো'। ঠাকুরগাঁও প্রেস ক্লাবের সভাপতি বলেন, 'কাজটা কবে হবে এটা আমি বলতে চাই। আমাদের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ তাদেরকে দিয়ে পরিচ্ছন্নতার কাজ করিয়ে নেই আর আমরা তাদের আবাসন নিয়ে কখনও চিন্তা করিনা'। সমাপনী আলোচনায় অংশ নিয়ে সভার সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপস্থিত ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তাদের বলেন, 'আপনারা ইউনিয়নে যেখানে খাস জমি আছে সেগুলো কিভাবে ভূমিহীনদের দেওয়া য়ায় সেটা খেয়াল রাখবেন। পৌরসভার পাশাপাশি হিজরাদের জন্য যে জমি পাঠানো হয়েছে সেই জমিটা আমরা ফকির পাড়া, পরিষদপাড়া ও রোড কোলনী কমিউনিটির আবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য প্রথম অবস্থায় ২০ জনের নাম পাঠিয়েছি। বাকি ২৪ টি পরিবারের কাগজ পত্র সংগ্রহে আছে তাদেরকে আমরা গুচ্ছ গ্রামের জন্য চাহিদা পাঠাবো। একর জমি আমি তাদের জন্য রেখেছি বাকি ১ একর জমি মজুদ রাখা হয়েছে। এই সমস্যাটির সমাধান আমরা দ্রুত করতে চাই। তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করুক এটা আমাদের সকলের কাম্য'।

# পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের আয় ও জীবিকায়ন পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত প্রশিক্ষণের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অদ্য ২০ মে ২০১৯, কুমারভোগ পদ্মা সেতু প্রাথমিক বিদ্যালয় (পুনর্বাসন কেন্দ্র-৩) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাওয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ সাইটের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দেওয়ান সাঈদুল হাসান, উপ-প্রকল্প পরিচালক, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ ফারুক আহমেদ, মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মল্লিক সাঈদ মাহবুব, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মোহাম্মদ ফরিদুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), মোঃ ভিখারুদ্দৌলা চৌধুরী, উপ-পরিচালক (পুনর্বাসন), সৈয়দ রজব আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, এস এম শফিক, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, মুন্সিগঞ্জ ও মোঃ কাদিরুল ইসলাম খান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লৌহজং। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খন্দকার মোঃ রওনাকুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিয়ার রহমান, উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মুন্সিগঞ্জ, আবু জাফর নূর মোহাম্মদ, টিম লিডার ও মোঃ শামসুল হক মৃধা, লাইভলীহুড ডেভলপমেন্ট স্পেশালিস্ট, আইএলআরপি অ্যান্ড আইআরএপি-ইএসডিও।

কার্যক্রমের আওতায় ৩০ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত হাঁস-মুরগী পালন, গরু মোটাতাজাকরন গাভী ও ছাগল পালন এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ ৩টি ট্রেডে মোট ১০৭১ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। অদ্যকার অনুষ্ঠানে বর্ণিত ট্রেডসমূহের মধ্যে মাওয়া সাইডের প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ২৭২ টি পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত থেকে সনদপত্র গ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ৩৭টি বিভিন্ন ধরনের ট্রেডে মোট ৫১৬৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পদ্মা বহুমূখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের জন্য পদ্মা নদীর উভয় পাড়ের তিন জেলায় মোট ২৫৪১.৭৯ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত মোট পরিবারের সংখ্যা ১৫,৪০০ টি । প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের পুনর্বাসন এবং আয় ও জীবিকায়ন পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রণীত পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুসারে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, পদ্মা বহুমূখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কার্যক্রমসমূহের মধ্যে নগদ অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য নির্মিত বিভিন্ন পুনর্বাসন সাইডে নামমাত্র মূল্যে ও ভূমিহীন পরিবারসমূহকে বিনামূল্যে প্লট বরাদ্দ, স্বেচ্ছায়

*বাকী অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়*

## ইএসডিও-সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট-২ এর আওতায় দরিদ্র পরিবারের মাঝে রিং স্লাব বিতরণ

গত ১৯ মে ইএসডিও-সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট-২ এর আওতায় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ১৮টি ইউনিয়নের দরিদ্র অসহায় পরিবারের সদস্যদের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নিশ্চিত করণের অংশ হিসেবে নারগুন ইউনিয়নে বিনামূল্যে ৩ রিং ও ১ স্লাব বিশিষ্ট ল্যাট্রিন নির্মানে ৩৩ সেট রিং স্লাব বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত ল্যাট্রিন বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নারগুন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পয়গাম আলি, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেরেকুল ইসলাম, ইউপি সদস্যবৃন্দ, প্রকল্পের কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট অফিসার মোঃ শরিফ আহমেদ শাহ সহ ইউএফবৃন্দ।

উল্লেখ্য ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ১৮ টি ইউনিয়নের মানুষের মাঝে নিরাপদ পানি পান নিশ্চিত করণ, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার নিশ্চিত করণ সহ সাবান দিয়ে দু'হাত ধোয়া অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে দাতা সংস্থা ওয়াটার এইডের অর্থায়নে গত এপ্রিল ২০১৭ সাল হতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

## ইএসডিও-সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রকল্প-২ এর আওতায় কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ

গত ২০ মে ইএসডিও-সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রকল্প-২ এর আওতায় সেরা পরিবার নির্বাচনের লক্ষ্যে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ১৮ টি ইউনিয়নে প্রকল্পের কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের ৪ ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান ফ্যাসিলেটেটর আহম্মেদ হোসেন চৌধুরী হেলাল এবং সহকারী ফ্যাসিলেটেটর প্রকল্পের সিডিও আব্দুর রউফ মিয়া ও ইউ এফ আকলিমা খাতুন।

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন ইএসডিও'র এপিসি (এইচ আর) আবুল মনসুর সরকার। তিনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের বলেন যে, যেহেতু সেরা পরিবার ক্যাম্পেইন এর আওতায় প্রকল্পের আওতাধীন ১৮ টি ইউনিয়নের প্রতি ইউনিয়নে ১৫ টি পরিবারকে সেরা পরিবার নির্বাচন করা হবে সেজন্য সঠিক ভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহন করে মাঠে সঠিক ভাবে কাজে লাগানোর পরামর্শ প্রদান করেন। উল্লেখ্য, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ১৮ টি ইউনিয়নের মানুষের মাঝে নিরাপদ পানি পান নিশ্চিতকরণ ,স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ সাবান দিয়ে দুইহাত ধোয়া অভ্যাস চর্চা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দাতা সংস্থা ওয়াটার এইড এর অর্থায়নে গত এপ্রিল ২০১৭ সাল হতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

## নাটক 'ভালো থাকার গল্প' মঞ্চস্থ

ইএসডিও-সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রকল্প-২ (সফল) এর আওতায় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ১৮টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'ভালো থাকার গল্প' নাটক মঞ্চায়ন করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সদর উপজেলার গড়েয়া ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের গুয়াবাড়ী গ্রামে শাপলা নাট্য গোষ্ঠীর পরিবেশনায় 'ভাল থাকার গল্প' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি উপভোগ করতে গড়েয়া ইউনিয়নের শত শত নারী-পুরুষ, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা ভীড় জমায়। নাটকটি মঞ্চায়ন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গড়েয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ রেজওয়ানুল ইসলাম শাহ (রেদো)। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ডাঃ আক্তার জাহান ফারিয়া সুলতানা, প্রজেক্ট ম্যানেজার, সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রকল্প-২; মোঃ রেজাউল হুদা মিলন, জোনাল কো- অর্ডিনেটর; প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ সাইফুল ইসলাম, মোঃ তানজিল হাসান, মোঃ মফিজ উদ্দীন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সহযোগী ইএসডিও, ভার্ক, এসকেএস ফাউন্ডেশন এর ফোকাল পার্সন সহ কর্মকর্তাবৃন্দ।

## পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের

*১৩ পৃষ্ঠার পর*

পুনর্বাসিত পরিবারসমূহকে ভূমি উন্নয়ন সহায়তা প্রদান, বসতভিটা স্থানান্তর ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান, পুনর্বাসন এলাকাসমূহের প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মসজিদ, ড্রেন তৈরি ও আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন এবং পরিবেশের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের আয় ও জীবিকায়ন পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পিএমবিপি'র আইএলআরপি কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহযোগী এনজিও ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র সহায়তায় পরিবারভিত্তিক আয়বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ চাহিদা (এঘঘঅ) নিরূপন করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহের ক্ষতির ধরন, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, শারীরিক সক্ষমতা, ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বিবেচনায় এনে প্রতিটি পরিবারের জন্য উপযুক্ত আইজিএ নির্বাচন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে তিনটি ট্রেডে ২১০৪টি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য গত ১৩ জানুয়ারী'২০১৯ পদ্মা বহুমূখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। যার ধারাবাহিকতায় গত ১৩ ইফ্রেব্রুয়ারী ২০১৯ থেকে একযোগে তিন উপজেলার মাঠ পর্যায়ে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়।

# বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি

১০ পৃষ্ঠার পর

**বোদা উপজেলা**

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, মাদক, ইভটিজিং, প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ১৯ মে বির্তক প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি ও লেখালেখি বিষয়ক কর্মশালা বোদা সরকারি পাইলট মডেল স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় উপজেলার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৫৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইএসডিও'র পঞ্চগড় জোনের জোনাল ম্যানেজার মোঃ ওমর ফারুক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আবুল হোসেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, বোদা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বোদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক মোঃ ইব্রাহীম খলিল, ইএসডিও'র এরিয়া ম্যানেজার আবু বক্কর সিদ্দিক ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার রমজান আলি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ মামুন মাসুদ করিম।

**দেবীগঞ্জ উপজেলা**

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলায় যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, মাদক, ইভটিজিং, প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ১৭ মে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি ও লেখালেখি বিষয়ক কর্মশালা ডাঃ মেজর (অবঃ) তনবিরুজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় উপজেলার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৭০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইএসডিও'র পিএম আবু বক্কর সিদ্দিক । প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ সলিমুল্লাহ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, দেবীগঞ্জ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন পরিমল চন্দ্র সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান, দেবীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ মামুন মাসুদ করীম।

**আটোয়ারী উপজেলা**

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, মাদক, ইভটিজিং, প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ২১ মে বির্তক প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি ও লেখালেখি বিষয়ক কর্মশালা আটোয়ারী পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় উপজেলার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৫৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইএসডিও'র পঞ্চগড় জোনের জোনাল ম্যানেজার মোঃ ওমর ফারুক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ তোবারক হোসেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, আটোয়ারী। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আটোয়ারী উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ শাহাজান আলী; মোঃ জাহিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, প্রেস ক্লাব আটোয়ারী; দৈনিক লোকায়ন সংবাদদাতা মোঃ ইউসুফ আলী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ মামুন মাসুদ করীম।

**পঞ্চগড় সদর উপজেলা**

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, মাদক, ইভটিজিং, প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ২৩ মে বির্তক প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি ও লেখালেখি বিষয়ক কর্মশালা সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় উপজেলার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৭০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইএসডিও'র পঞ্চগড় জোনের জোনাল ম্যানেজার মোঃ ওমর ফারুক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ সাইফুল ইসলাম প্রামানিক, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, পঞ্চগড় সদর। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মোঃ আওলাদ হোসেন, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা; মোঃ আব্দুর রশিদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সদর উপজেলা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ মামুন মাসুদ করীম।

# শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিদর্শনে সিভিক ফাউন্ডেশন

৪ পৃষ্ঠার পর

অভিভাবকগণ প্রতিনিধি দলকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেন, "আমাদের সন্তানেরা শিশু বিকাশে আসার ফলে ছোটবেলা থেকেই জড়তামুক্ত ও সাহসী হয়, ছড়া, গান, গল্প বলতে শেখে, খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক বিকাশসহ সামাজিক নানারকম কর্মকান্ডে পারদর্শি হয়ে উঠে।"

শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে ইএসডিও হাতীবান্ধা অফিসে ফিরে আসেন এবং পরিদর্শনে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভার শুরুতে প্রত্যেক দল তাদের শিখনগুলো উপস্থাপন করেন। সকলের শিখনসমূহ বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় প্রতিনিধি দলের সকলেই একমত পোষণ করেন যে তারা এখন নিজ নিজ কর্ম এলাকায় শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনা করতে পারবেন। এছাড়াও প্রতিনিধি দলের ধারণা সুস্পষ্ট করতে পরিদর্শনের সময় প্রতিনিধি দলের সাথে সরাসরি সংযুক্ত ছিলেন মনজুর আল খালেদ, এডুকেশন স্পেশালিষ্ট, কোয়ালিটি প্রাইমারি এডুকেশন প্রোগ্রাম, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, রংপুর বিভাগীয় অফিস, মো. আব্দুল মান্নান, প্রজেক্ট ম্যানেজার, ইএসডিও এবং মো. মনোয়ার হোসেন দুলু, চেয়ারম্যান ৩ নং সিংগীমারী ইউনিয়ন পরিষদ, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন মো. রহমতুল্ল্যাহ রানা, নির্বাহী পরিচালক, সিভিক ফাউন্ডেশন, মাইকেল কুজুর আঞ্চলিক প্রতিনিধি (কমিউনিটি প্রোগ্রাম) লেপ্রসী মিশন বাংলাদেশ, মো. আখতারুল আলম, পরিচালক রিসোর্স মবিলাইজেশন, সিভিক ফাউন্ডেশন। প্রতিনিধি দলের সমন্বয়কারি মো. আখতারুল আলম, পরিচালক, রিসোর্স মবিলাইজেশন, সিভিক ফাউন্ডেশন কমিউনিটি পরিচালিত শিশু বিকাশ কেন্দ্র বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণে ইউনিয়ন পরিষদকে প্রস্তুত করতে কাজ করায় ইএসডিও এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

# জেলা পর্যায়ে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)

৫ পৃষ্ঠার পর

নিষ্পত্তি করা সহজ উচ্চ আদালতে তত সহজ নয়। নওগাঁ জেলার প্রকল্পভুক্ত ছয়টি উপজেলা বদলগাছী, মহাদেবপুর, নিয়ামতপুর, পত্নীতলা, পোরশা, সাপাহার সহ ছয়টি উপজেলার ৪৯টি ইউনিয়নেই প্রচার করলে হবে না। নওগাঁ জেলার আরও ৫টি উপজেলায় যাতে বাস্তবায়ন করা যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আপনারা সকলে আইন ও বিধি অনুযায়ী বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করলে শুধু ব্যক্তি স্বার্থেই নয় বরং দেশের স্বার্থেই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

বিশেষ অতিথি পুলিশ সুপার বলেন, চেয়ারম্যানের কাছে যদি মানুষ ন্যায় বিচার পায় তাহলে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। অপরাধীরা অপরাধ করতেই থাকবে যদি তা প্রতিরোধ না করা যায়। তাই আইনের প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

গোলাম মোঃ শাহ্নেওয়াজ, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, নওগাঁ সভায় জানান- নওগাঁ জেলায় জুলাই ২০১৭ হতে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৭৮০৪ টি মামলার মধ্যে সরাসরি ইউপিতে দায়ের হয়েছে ৭৬০০টি এবং উচ্চ আদালত হতে প্রেরণ করা হয়েছে ২০৪টি যার মধ্যে ৭৬০০টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং এই সময়ে ৪০০৪৫০৪৩ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় হয়েছে। তিনি বলেন- গ্রাম আদালতের মামলার সংখ্যা ও নিষ্পত্তির হারের ক্ষেত্রে নওগাঁ জেলা সারা দেশের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে আসছে। এখন আমাদেরকে নিষ্পত্তির ধরন ও মান, বিচারের মান, নথি ব্যবস্থাপনার মান, নারী অংশগ্রহণের হার প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুণগত মান অর্জনের দিকে মনযোগী হতে হবে।

# সিএসএ ফর সান এবং ইএসডিও'র আয়োজনে সরকারের দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (এনপ্যান২) বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা প্রণয়ণ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

ICCO Cooperation এর সহায়তায় Civic Engagement Alliance Program: Pathway 2- Right to adequate food and nutrition এর আওতায় Civil Society Alliance for Sceling Up Nutrition, Bangladesh এবং ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো Media Campaign on Government/BNNC Commitment on NPAN2 at Divisional level.

গত ২৯ মে ইএসডিও সিলভার জুবিলি ভবন কনফারেন্স রুম, কেল্লাবন্দ মোড়, সিও বাজার রংপুরে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সিভিল সার্জন, রংপুর আবু মো: জাকিরুল ইসলাম, রংপুর । প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা: মো: হাবিবুর রহমান, ডিপুটি ডিরেক্টর, ডিভিশনাল হেল্‌থ অফিস, রংপুর; বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন Bangladesh National Nutrition Council(BNNC)-Health Service Division, Ministry of Health & Family Welfare এর এ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর জনাব ডা: মো: আখতার ইমাম এবং মো: মনিরুজ্জামান মুকুল, টেকনিক্যাল এক্সপার্ট, ICCO Cooperation. সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদপত্রের সাংবাদিক, সরকারি কর্মকর্তা, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, District Nutrition Coordination Committee এর প্রতিনিধি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি এবং CSA for SUN এর রংপুর ডিভিশনের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সদস্যবৃন্দসহ মোট ৩৩ জন অংশগ্রহণকারী।

CSA for SUN এর এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার ও ডব্লিউডিপি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: ফরিদ আহমেদ এর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন মো: মনিরুজ্জামান মুকুল, টেকনিক্যাল এক্সপার্ট, ICCO Cooperation. সভার প্রধান অতিথি ডা: মো: হাবিবুর রহমান, ডিপুটি ডিরেক্টর, ডিভিশনাল হেল্‌থ অফিস, রংপুর প্রধান অতিথির ভাষণ দেন এবং সভার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। Bangladesh National Nutrition Council (BNNC)-Health Service Division, Ministry of Health & Family Welfare এর এ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর ডা: মো: আখতার ইমাম NPAN2 এর বাস্তবায়ন, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় সমূহের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেন। মি. আখতার ইমাম বলেন, সরকার বর্তমানে NPAN2 এর বাস্তবায়নে চলে গেছে। ইতোমধ্যে প্রতিটি জেলায় District Nutrition Coordination Committee(DNCC) গঠন করা হয়ে গেছে এবং নীতিমালা অনুযায়ী সভার মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহিত এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাস্তবায়িত কর্মসূচিগুলির প্রতিবেদনাকারে মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হচ্ছে। NPAN2 বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করতে হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং এখনও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করতে না পারা। তবে, উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। উপস্থাপিত উপস্থাপনার উপর উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অংশগ্রহণকারীগণ। উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তাগণ NPAN2 বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গঠিত জেলা কমিটিগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে দৃশ্যমান করার উপর জোড় দেন। পাশাপাশি NPAN2 সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করার সুপারিশ করেন।

সভার সভাপতি রংপুরের সিভিল সার্জন ডা: আবু মো: জাকিরুল ইসলাম তাঁর সমাপনী ভাষণে বলেন, সরকারের ঐকান্তিক ইচ্ছায় NPAN2 বাস্তবায়নের সকল প্রকার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, রংপুর District Nutrition Coordination Committee (DNCC) 'র সদস্য সচিব হিসেবে NPAN2 বাস্তবায়নে আমি বদ্ধ পরিকর। এবিষয়ে সভা আয়োজনের জন্য তিনি CSA for SUN এবং ইএসডিওকে এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

দলিত ও সমতলের আদিবাসীদের অধিকার নিশ্চিতে সমন্বিত জাতীয় উদ্যোগের জাতীয় এ্যাডভোকেসী প্ল্যাটফর্মের কার্যকরী পরিষদের সভা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সভায় বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল, ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান; হেকস্/ইপার এর কান্ট্রি ডিরেক্টর অনিক আসাদসহ অন্যান্যরা।

**প্রধান উপদেষ্টা**
ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

**উপদেষ্টা**
সেলিমা আখতার
অবৈতনিক পরিচালক (প্রশাসন), ইএসডিও

**সম্পাদনা পরিষদ**
নির্মল মজুমদার
আবু হেনা মোঃ মোবিনুল ইসলাম
মোঃ নাদিমুল ইসলাম

প্রকাশনায়: ইএসডিও, গোবিন্দনগর (কলেজপাড়া), ঠাকুরগাঁও-৫১০০। ফোন: +৮৮-০৫৬১-৫২১৪৯, +৮৮-০১৭১৪০৬৩৩৬০, ফ্যাক্স: +৮৮-০৫৬১-৬১৫৯৯
ইমেইল: esdobarta@gmail.com, esdobangladesh@hotmail.com, ওয়েব সাইড : www.esdo.net.bd